ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

‘দুর্নীতিবিরোধী প্রতিষ্ঠান শক্তিশালীকরণ উদ্যোগ: বাংলাদেশ দুর্নীতি দমন কমিশনের ওপর পর্যালোচনা’

শীর্ষক ফলো-আপ গবেষণা প্রতিবেদনের ওপর কিছু প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১: টিআইবি কেন এই ফলো-আপ গবেষণাটি পরিচালনার উদ্যোগ নিয়েছে?

উত্তর: একটি দেশের সুশাসন প্রতিষ্ঠায় দুর্নীতি দমন ও প্রতিরোধকেন্দ্রিক একটি কার্যকর সার্বিক তদারকি ব্যবস্থা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জাতিসংঘের দুর্নীতিবিরোধী সনদে দুর্নীতিবিরোধী নীতি ও কৌশল প্রয়োগ ও বাস্তবায়নকে উৎসাহিত করতে জাতীয় আইনি ব্যবস্থার মাধ্যমে স্বাধীন প্রতিষ্ঠান স্থাপনের পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। বার্লিনভিত্তিক ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল (টিআই) এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের দুর্নীতি দমন ও প্রতিরোধে প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে দুর্নীতিবিরোধী প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্ষমতার মূল্যায়নসহ দীর্ঘমেয়াদী সংশ্লিষ্টতা, সংলাপ ও প্রচারণা কার্যক্রমের উদ্যোগ গ্রহণ করে যার আওতায় ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) ২০১৬ সালে বাংলাদেশ দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) এর ওপর একটি মূল্যায়ন সম্পন্ন করে। এর ধারাবাহিকতায় দুদকের কার্যকরতা ও জবাবদিহিতার পরিবর্তনের ধারা পর্যালোচনার জন্য ২০১৯ সালে টিআইবি বর্তমান এই ফলো-আপ গবেষণা পরিচালনা করে।

প্রশ্ন ২: এই গবেষণার উদ্দেশ্য কি?

উত্তর: দুর্নীতি দমন ও প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে জাতীয় আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি স্বাধীন রাষ্ট্রীয় সংস্থা হল দুদক, যার ভূমিকা অধিকতর শক্তিশালী করার জন্য দুদকের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ চ্যালেঞ্জসমূহ ও কার্যপ্রণালী পর্যবেক্ষণ করা গুরুত্বপূর্ণ। মূলত দুদকের কার্যক্রম ও উন্নতির ক্ষেত্র পর্যালোচনা করা এবং দুদকের কার্যকরতার পেছনে ক্রিয়াশীল সহায়ক ও বাধাদানকারী প্রভাবক সম্পর্কে পর্যালোচনা করার লক্ষ্যে এ গবেষণা পরিচালিত হয়েছে। এতে প্রাপ্ত ফলাফলের আলোকে দুদকের মূল চ্যালেঞ্জগুলোর বাস্তব সমাধান বা সংস্কারের জন্য কিছু সুপারিশমালাও উপস্থাপন করেছে টিআইবি যাতে দুদকের আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের মাধ্যমে একে আরও স্বাধীন, কার্যকর ও শক্তিশালী করে তোলা যায়।

প্রশ্ন ৩: এই গবেষণার পদ্ধতি এবং তথ্যের উৎস কি?

উত্তর: এই গবেষণা পরিচালনার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত গুণবাচক পদ্ধতি প্রয়োগ করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে:

১. নথি পর্যালোচনা - আইন, সংশ্লিষ্ট গবেষণা ও সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন, ওয়েবসাইটের তথ্য পর্যালোচনা;
২. মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার - দুদকের সাবেক ও বর্তমান কর্মকর্তা, আইনজ্ঞ, বিশেষজ্ঞ, সংশ্লিষ্ট আইনজীবি, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি ও দুদক-সংশ্লিষ্ট সংবাদমাধ্যম-কর্মীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ;
৩. প্রাথমিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা - ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের পক্ষ থেকে বিশেষজ্ঞের দ্বারা প্রতিবেদন পর্যালোচনা;
৪. মতবিনিয় সভা - ২০২০ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি গবেষণার ফলাফল নিয়ে দুদকের চেয়ারম্যান, কমিশনার ও কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় সভা।

প্রশ্ন ৫: এই গবেষণার সময়কাল কি?

উত্তর: দুদকের কার্যক্রম মূল্যায়নের এই গবেষণায় ২০১৬ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত মোট তিন বছরের সংশ্লিষ্ট তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। ২০১৯ সালের এপ্রিল থেকে ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারির মধ্যে এ সকল তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন প্রণয়ন ও চূড়ান্ত করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৬: গবেষণায় বিশ্লেষিত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা কতটুকু?

উত্তর: এ গবেষণায় বিশ্লেষণকৃত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা যাচাই ও ট্রায়াংগুলেশনের একই তথ্য ভিন্ন ভিন্ন সূত্র হতে সংগ্রহ, বিভিন্ন সূত্র হতে সংগৃহীত তথ্যের মধ্যে সামঞ্জস্যতা বিধান, বিভিন্ন স্তর ও পর্যায়ে ক্রস চেকিং (ট্রায়াংগুলেশনসহ) সম্ভাব্য সকল পদ্ধতিতে সংগৃহীত তথ্যসমূহ যাচাই বাছাই করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৭: গবেষণায় কোন কোন বিষয়ের ওপর পর্যালোচনা করা হয়েছে?

উত্তর: এই গবেষণায় ছয়টি ক্ষেত্রের অধীনে মোট ৫০টি নির্দেশকের ওপর তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। ছয়টি ক্ষেত্র হল: স্বাধীনতা ও মর্যাদা; অর্থ ও মানবসম্পদ; জবাবদিহিতা ও শুদ্ধাচার; অনুসন্ধান, তদন্ত ও মামলা দায়ের; প্রতিরোধ, শিক্ষা ও আউটরিচ কার্যক্রম; সহযোগিতা ও বাহ্যিক সম্পর্ক।

২০১৬ সালে প্রথম দফার গবেষণায় দুদকের ভাবমূর্তি ও কর্মদক্ষতাকে প্রভাবিত করে এমন অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক কারণগুলোকে শনাক্ত করার মাধ্যমে দুদকের শক্তি ও দুর্বলতা চিহ্নিত করার লক্ষ্যে একটি বাস্তবসম্মত ও সার্বিক মানদণ্ড সংবলিত তথ্য সংগ্রহের মূল্যায়ন কাঠামো বা টুল তৈরি করেছে টিআই। উক্ত গবেষণার ওপর প্রদত্ত মতামতের ওপর ভিত্তি করে বেশ কয়েকটি নির্দেশক পরিবর্তন ও অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে এই কাঠামো সংশোধন করা হয় যা বর্তমান ফলো-আপ গবেষণায় ব্যবহার করা হয়েছে ।

প্রশ্ন ৮: এই গবেষণায় প্রধান প্রাপ্ত ফলাফলসমূহ কি?

উত্তর: গবেষণার ফলাফলে দেখা যায়, ২০১৬ সালে পরিচালিত গবেষণার সুপারিশের ভিত্তিতে দুদকের বাজেট বৃদ্ধি হলেও তা আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে পৌঁছাতে পারেনি। দুদকের নতুন অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী অনুমোদন ও কর্মীসংখ্যা বৃদ্ধি হলেও নিয়োগ পুরোপুরি সম্পন্ন হয়নি। এছাড়া দুর্নীতির অভিযোগ জানানোর জন্য 'হটলাইন ১০৬' প্রবর্তন করা হলেও অভিযোগের বড় অংশের ক্ষেত্রে ব্যবস্থা নেওয়া হয় না। দুদকের 'পঞ্চবার্ষিক কৌশলগত পরিকল্পনা (২০১৭-২০২১) প্রণীত হলেও বাস্তবায়নে ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। নতুন হালনাগাদ তথ্যভিত্তিক ওয়েবসাইট প্রবর্তিত হয়েছে তবে এখনো এর প্রচারের ঘাটতি রয়েছে। দুদক কর্মী নির্বাচন, অভিযোগ দায়েরের অভিগম্যতা, শাস্তির হার, দুর্নীতির ঝুঁকি সম্পর্কিত গবেষণা, প্রচার-প্রচারণা, অন্যান্য সংস্থার সহযোগিতা এই নির্দেশকগুলোর ক্ষেত্রে অগ্রগতি করেছে। অপরদিকে, দুদকের ক্ষমতার রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার, তদন্ত ও মামলা করায় দক্ষতা, দুর্নীতির অভিযোগের প্রেক্ষিতে গৃহীত ব্যবস্থা, অনুসন্ধান ও তদন্ত কাজে দক্ষতা ও পেশাদারত্ব, প্রতিরোধ, শিক্ষা ও আউটরিচ কার্যক্রমের বাজেট, সরকারের সহায়তায় আস্থা এই নির্দেশকগুলোর ক্ষেত্রে স্কোর কমেছে।

দুর্নীতির অভিযোগকারীর পরিচয় প্রকাশে অনাগ্রহ, সঠিক প্রক্রিয়া অনুসরণ, সরকারের সহায়তায় আস্থা, দুদকের কর্মক্ষমতা, দুদকের ক্ষমতা রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার ইত্যাদি নির্দেশক 'নিম্ন' বা 'মধ্যম' স্কোর পেয়েছে, যা দুর্নীতি হ্রাসে দুদক ও সরকারের রাজনৈতিক সদিচ্ছার প্রতি জনগণের আস্থার ঘাটতি নির্দেশ করে। তদন্ত ও মামলা পরিচালনায় দক্ষতা ও পেশাদারত্বের উন্নতির জন্য প্রশিক্ষণ ও মামলা পরিচালনার জন্য আরও বরাদ্দ বাড়াতে হবে, এবং এজন্য দুদকের বাজেট চাহিদা ও বরাদ্দ আরও সুচিন্তিত হওয়া প্রয়োজন। দুদকের প্রধান দুইটি ম্যান্ডেটের মধ্যে প্রতিরোধকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, অন্যদিকে দুর্নীতি দমন দুর্বল হয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দুদকের কর্মীদের একাংশের বিরুদ্ধে আর্থিক লেনদেন, দায়িত্বে অবহেলা ও অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগ বিদ্যমান।

প্রশ্ন ৯: এই গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে মূল সুপারিশসমূহ কি কি?

উত্তর: গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে দুদকের নানা দুর্বলতা কাটিয়ে দুর্নীতি দমনে এর কার্যকরতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রভিত্তিক ১৬ দফা সুপারিশ উত্থাপন করেছে টিআইবি। সুপারিশসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

- দুদকের কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট আইন (দুদক আইন ২০০৪, অর্থপাচার প্রতিরোধ আইন ২০১২, সরকারি চাকরি আইন ২০১৮) সংশোধন করে যেসব বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করতে হবে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলা: দুদকের চেয়ারম্যান ও কমিশনারদের নিয়োগ আরও স্বচ্ছ করার জন্য নিয়োগের পূর্বে বাছাইকৃতদের নাম ও জীবনবৃত্তান্ত প্রকাশ করা, তাদের নিয়ে গণশুনানির আয়োজন করা ও তা সম্প্রচার করা; অর্থপাচার ও ব্যক্তিমালিকানাসহ বেসরকারি খাতের দুর্নীতিকে দুদকের কাজের আওতাভুক্ত করা; বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের জন্য দুদকের সুপারিশকে বাধ্যতামূলক করা; পূর্বানুমতি ছাড়া সরকারি কর্মচারীদের গ্রেফতার না করার বিধান রহিত করা ইত্যাদি;
- অনুমোদিত অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী দক্ষ কর্মী নিয়োগ, দুদক কর্মীদের প্রশিক্ষণ, প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম, সংশ্লিষ্ট জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন দক্ষ আইনজীবী নিয়োগ ইত্যাদি কার্যক্রমের জন্য দুদকের বাজেট বাড়াতে হবে:
- অনুসন্ধান ও তদন্ত এবং প্রতিরোধ কার্যক্রমের জন্য দক্ষ কর্মীদের সংখ্যা বাড়াতে হবে;

- দুদকের কর্মী বিশেষ করে যারা তদন্ত, মামলা পরিচালনা ও প্রতিরোধের কাজে জড়িত এবং দুদকের প্যানেল আইনজীবী বিশেষ করে জেলা পর্যায়ের আইনজীবীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বুনিয়াদী প্রশিক্ষণসহ প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।
- একই ধরনের দুর্নীতির মামলার ক্ষেত্রে দুদককে একই ধরনের পদক্ষেপ ও নিরপেক্ষ প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে;
- দুদকের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য সমন্বিত ও বিশেষায়িত আচরণ বিধি প্রণয়ন করতে হবে;
- দুদককে অভিযোগের প্রেক্ষিতে অনুসন্ধানের সংখ্যা বাড়াতে হবে। এক্ষেত্রে অভিযোগ বাছাই কী মাপকাঠিতে হচ্ছে এবং কোনো অভিযোগ কেন গ্রহণ করা হলো না তার ব্যাখ্যা প্রকাশ করতে হবে;
- দুদককে তার মামলার হার বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নিতে হবে। যেমন: দুর্নীতির অভিযোগের ক্ষেত্রে সঠিক অনুসন্ধান পরিচালনা, পদ্ধতিগত ভুল না করা, মামলা দায়েরের পূর্বে আইনজীবীর সাথে পরামর্শ করা; দুর্নীতিপ্রবণ সরকারি প্রতিষ্ঠানে প্রাতিষ্ঠানিক পর্যালোচনার সময় এবং গণশুনানিতে উত্থাপিত অভিযোগের প্রেক্ষিতে দুদককে উক্ত প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতিবাজ কর্মীদের চিহ্নিত করে অনুসন্ধান এবং মামলা দায়েরের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ইত্যাদি;
- দুদককে আইনে উল্লিখিত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অনুসন্ধান ও তদন্ত শেষ করতে হবে, এবং এই কাজ করার সময় পেশাদরত্ব ও উৎকর্ষের প্রমিত মান বজায় রাখতে হবে;
- দুর্নীতির মামলায় দোষীদের সাজার হার কীভাবে বাড়ানো যায় সেজন্য দুদককে তদন্ত ও মামলা পরিচালনার ক্ষেত্রে ঝুঁকি চিহ্নিত করা, মামলা দায়েরের পূর্বে প্রয়োজনবোধে আইনজীবীদের সাথে পরামর্শ করা ইত্যাদি;
- দুদককে দুর্নীতির মামলাগুলো থেকে সম্পদ পুনরুদ্ধার, জব্দ ও বাজেয়াপ্ত করার জন্য উদ্যোগী হয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে;
- বার্ষিক প্রতিরোধমূলক ও শিক্ষামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দুদককে এর পাঁচ বছরের কৌশলগত পরিকল্পনা অনুসরণ করতে হবে;
- দুদককে পর্যাপ্ত আর্থিক বরাদ্দ এবং দক্ষ জনবল বৃদ্ধির মাধ্যমে তার গবেষণা বিভাগকে শক্তিশালী করতে হবে এবং দুর্নীতির ঝুঁকি, প্রেক্ষাপট এবং অবস্থা চিহ্নিত করতে নিজস্ব গবেষণা পরিচালনা করতে হবে;
- দুদকের ওপর জনগণের আস্থা বৃদ্ধি করার জন্য দুদকের কার্যক্রম সম্পর্কে আরও প্রচারণার ব্যবস্থা করতে হবে, দুদকের কমিশনার ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের আয়, সম্পদ ও দায়ের বিবরণ প্রকাশ করতে হবে ও নিয়মিতভাবে হালনাগাদ করতে হবে;
- দুদককে অন্যান্য দেশের দুর্নীতি দমন প্রতিষ্ঠানের সাথে সহযোগিতা ও যোগাযোগ বৃদ্ধি করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং তাদের অভিজ্ঞতা ও কার্যক্রম থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে।

প্রশ্ন ১১: টিআইবি কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদন কি সকলের জন্য উন্মুক্ত?

উত্তর: টিআইবি স্বপ্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশের নীতি অবলম্বন করে থাকে। টিআইবি'র কাঠামো, ব্যবস্থাপনা, কর্মকৌশল ও পরিকল্পনা, চলতি কার্যক্রম, প্রতিবেদন ও মূল্যায়ন, সকল পলিসি সংক্রান্ত নথি, বাজেট, অর্থ ও হিসাব সম্পর্কিত সকল তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত ও টিআইবি'র ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়। এছাড়া জনগণের তথ্য অধিকারের অংশীজন হিসেবে এবং তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুসারে টিআইবি'র তথ্য সরবরাহের জন্য নির্ধারিত তথ্য কর্মকর্তা রয়েছেন। এ প্রতিবেদন সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানতে চাইলে ফোন বা ই-মেইলের মাধ্যমে উক্ত তথ্য কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে: ম্যানেজার, রিসোর্স এন্ড ইনফরমেশন সেন্টার, ফোন: ০১৭১৩-০৬৫০১৬, ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org

সমাপ্ত